গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
উৎপাদন ও বিপণন বিভাগ

...

সভাপতি	মোছা: নাছিমা খাতুন পরিচালক (উৎপাদন ও বিপণন) ও ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
সভার তারিখ	০১.০৩.২০২১
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্টি 'ক'

সভার আরম্ভে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে আজকের সভার বিষয় উপস্থাপন করার নির্দেশনা দেন। অতপর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরে ৩টি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তন্মধ্যে ১টি ডিজিটাল সেবা কর্মশালায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। তারপর পাইলটিং করে তা চুড়ান্ত বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানার পন্য ম্যানেজমেন্ট সেবা সহজিকরণ চুড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্তণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সাবিনা ইয়াসমিন মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ ডিজিটাল সেবাটি উপস্থাপন করা হয় যা পাইলটিং পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে এটির চুড়ান্ত আদেশ জারী করা হয়। অন্যদিকে বাকী দুটি উদ্যোগ ১টি হলো রেশম বর্ষপঞ্জিকা এবং গ্র্যাচুইটি/লামগ্যান্টের অর্থ অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে পাঠানো সংক্রান্ত।

এ বিষয়ে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, আমাদের গৃহীত উদ্ভাবনটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব ব্যাংক হিসেবে অর্থ পাঠানো হয়েছে যা এখনও চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রধান কার্যালয়ে বার বার ভিজিট করে অর্থ প্রাপ্তির জন্য আসতে হচ্ছে না। পূর্বের থেকে ধাপও অনেক কমেছে। সংশ্লিষ্ট এডি বা ডিডি অফিসে গিয়েও সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না। এমনকি এই ব্যবস্থার ফলে অর্থ প্রদান যেমন অনেক সহজ হয়েছে, সাথে সাথে দুর্ভোগ কমেছে। আবার অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। এখানে কারও দুর্নীতি করারও সুযোগ থাকছে না। এছাড়া উপকারভোগীদের মতামত নিয়ে জানা গেছে, তারা এতে উপকৃত হচ্ছে। উপকার ভোগীরা সহজেই টাকা পাচ্ছেন বলেও তারা মতামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে। বিধায় এই উদ্যোগটি চুড়ান্তভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সেরিকালচার বর্ষপঞ্জিকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে রংপুরের ডিডি সাহেব বলেন, রেশম চাষীদের রেশম চাষ অধিকতর সহজতর করার জন্য এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রেশম চাষীদের সিডিউল দেখে সঠিক সময়ে রেশম পোকা ও তুঁত গাছের পরিচর্চা করতে পারছে। অতি সহজে তাদের সিডিউল মনে রাখা সম্ভব হচ্ছে। তিনি জানান, ইতোমধ্যেই তারা উদ্যোগটির পাইলটিং করেছে এবং এর সুফল পাচ্ছেন। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বেশ কিছু সংশোধন করে চুড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অর্থ বছরের মধ্যেই এই উদ্যোগটিই চুড়ান্তভাবে বাস্তবাযন করা সম্ভব হবে। তিনি মনে করেন এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র রংপুর অঞ্চলে নয় সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সর্বপরি তিনি জানান, এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে চাষীদের বারবার বাসায় গিয়ে সিডিউল মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে না। চাষীরাও সিডিউল দেখে সঠিক সময়ে কাজ করতে পারছে। এতে অর্থ ব্যয়, ভিজিট কমেছে। আবার সেবার মান বহুলাংশে বেড়েছে। সভায় সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

১। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই গ্র্যাচুইটি/লামগ্র্যান্ট এর অর্থ প্রদান সংক্রান্ত সেবাটির চুড়ান্ত বাস্তবায়ন আদেশ জারী

করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: প্রধান হিসাব রক্ষণ কমকর্তা, বারেউবো, রাজশাহী)।

২। সেরিকালচার বর্ষপঞ্জিকা সংক্রান্ত উদ্যোগটির নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন করে চুড়ান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর ও ম্যানেজার (সম্প্রসারণ), রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর)

৩। ইতোপূর্বে কর্মশালার মূল্যায়নপূর্বক রেশম কারখানার পন্য ম্যানেজম্যান্ট সংক্রান্ত সেবাটির পাইলটিং ও চুড়ান্ত আদেশ জারী করার প্রেক্ষিতে সেবাটি মনিটরিং করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপক, রাজশাহী রেশম কারখানা এবং উৎপাদন ও বিপণন বিভাগ, বারেউবো, রাজশাহী)।

৪। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী প্রকল্প অর্থাৎ সেরিকালচার বর্ষপঞ্জিকার প্রকল্পটি পরিদর্শন করা।

(বাস্তবায়নে: পরিচালক (সম্প্রসারণ), বারেউবো, রাজশাহী)।

৫। রংপুর অঞ্চলে ইনোভেশন টিমের শিক্ষা সফরে গমন।

(বাস্তবায়নে: ইনোভেশন টিম, বারেউবো, রাজশাহী)।

৬। কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা।

(বাস্তবায়নে: ইনোভেশন টিম, বারেউবো, রাজশাহী)।

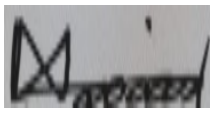

মোছা: নাছিমা খাতুন
পরিচালক (উৎপাদন ও বিপণন) ও ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.৮

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭
০১ মার্চ ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) ইনোভেশন সদস্যবৃন্দ....., বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
২) উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর।
৩) পি এ টু-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

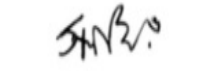

সুমন ঠাকুর
জনসংযোগ কর্মকর্তা ও ইনোভেশন ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।